একাদশ অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নিত্যানন্দের বাল্যভাবে শ্রীবাস-গৃহে অবস্থিতি, গৌর-নিত্যানন্দের কৌতুকালাপ, কাক-কর্তৃক শ্রীবাসের কৃষ্ণসেবার ঘৃতপাত্র অপহরণ, নিত্যানন্দের আদেশে কাকের ঘৃতপাত্র প্রত্যর্পণ, মালিনীর নিত্যানন্দ-স্তুতি, নিত্যানন্দের শচীগৃহে আগমন, নিত্যানন্দ-প্রতি শচীর পুত্রবৎ স্নেহ, নিত্যানন্দের ক্ষীর-সন্দেশ-ভোজনে ঐশ্বয্য-প্রকাশ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

গৌরসুন্দর সাধারণের অগোচরে নবদ্বীপে যে-সকল লীলা করিয়াছিলেন, নিষ্কপট গৌর-সেবা-ফলে সগোষ্ঠী শ্রীবাস নিজগৃহেই তাহা দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। নিত্যানন্দ শ্রীবাস-গৃহে বালকভাবে অবস্থান করিয়া শ্রীবাসকে পিতৃজ্ঞান ও মালিনীকে মাতৃজ্ঞান এবং অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে মালিনীর স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করিয়া তাহা পান করিতেন। মালিনী নিত্যানন্দের বাল্যভাব এবং অচিন্ত্যপ্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াও মহাপ্রভুর নিষেধক্রমে কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করিতেন না।

গৌরসুন্দর নিত্যানন্দকে কাহারও সহিত দ্বন্দ্ব অথবা শ্রীবাস-গৃহে কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলে নিত্যানন্দ গৌরসুন্দরের উপরেই সকল দোষ চাপাইয়া দেন। গৌরসুন্দর নিত্যানন্দের অপযশে লজ্জিত হন বলিয়া জানাইলে নিত্যানন্দ তাঁহার উপদেশ-পালনে অঙ্গীকারপূর্বক হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ দিগম্বর হইয়া নিজ পরিধেয় বস্ত্র মাথায় বাঁধিলেন এবং লম্ফ দিয়া অঙ্গনে বেড়াইতে লাগিলেন। মহাপ্রভু বাহ্যজ্ঞান-রহিত নিত্যানন্দকে ধরিয়া স্বহস্তে কাপড় পরাইয়া দিলেন।

নিরন্তর এবম্বিধ বাল্যভাবে অবস্থিত নিত্যানন্দ স্বহস্তে অন্ন গ্রহণ করিতেন না। মালিনী নিজপুত্রবৎ নিত্যানন্দের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেন। একদিন একটী কাক শ্রীবাস-গৃহের কৃষ্ণসেবার ঘৃতপাত্রটী মুখে লইয়া পলায়ন করিলে শ্রীবাসের তীব্র-ব্যবহার-ভয়ে মালিনী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে নিত্যানন্দ মালিনীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কাককে ঘৃতপাত্র প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করেন। নিতাইর আদেশে কাকও তৎক্ষণাৎ সেই পাত্র আনিয়া মালিনীর নিকট রাখিয়া দিল। নিত্যানন্দ-প্রভাব-দর্শনে মালিনী আনন্দে মূর্ছিতা হইলেন এবং পরে বিবিধ প্রকারে নিত্যানন্দের স্তব করিতে থাকিলে নিত্যানন্দ আত্মসঙ্গোপনার্থ বাল্যভাব প্রকাশপূর্বক মালিনীর নিকট আহার্য্য প্রার্থনা করিলেন। নিত্যানন্দ-দর্শনমাত্র মালিনীর দুগ্ধশূন্য স্তন ক্ষরিত হইয়া দুগ্ধ নির্গত হইতে থাকে এবং নিতাই তাহা পান করেন।

একদিন মহাপ্রভু জননীর আনন্দ-বিধানার্থ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর নিকট উপবেশনপূর্বক তদীয় তাম্বূল-সেবা গ্রহণ করিতেছিলেন, এমন সময় নিত্যানন্দ বাহ্যজ্ঞানহীনভাবে দিগম্বররূপে অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু যতই তাদৃশাবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, নিত্যানন্দ ভাবাবেশে কেবল তাহার বিপরীত উত্তরই প্রদান করেন। অবশেষে মহাপ্রভু আসিয়া স্বহস্তে নিত্যানন্দকে কাপড় পরাইয়া দিলেন। নিত্যানন্দের শিশুভাব-দর্শনে শচীদেবী হাসিতে লাগিলেন। শচী নিত্যানন্দকে সাক্ষাৎ বিশ্বরূপ-জ্ঞানে বিশ্বম্ভরের তুল্য স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। নিত্যানন্দ

কিছু ভোজ্য প্রার্থনা করিলে শচীদেবী পাঁচটী ক্ষীর-সন্দেশ আনিয়া দিলেন। নিত্যানন্দ একটী সন্দেশ ভোজন করিয়া অপর চারিটী ভূমিতে নিক্ষেপপূর্বক আব্দারের সহিত পুনর্বার খাদ্য প্রার্থনা করিলে শচী গৃহ-মধ্যে প্রবেশপূর্বক পূর্বপ্রদত্ত চারিটী সন্দেশই দেখিতে পাইলেন। শচীমাতা তাহা লইয়া নিত্যানন্দের হস্তে প্রদান করিতে গিয়া দেখিলেন, নিত্যানন্দ সেই সন্দেশ ভূমি হইতে উঠাইয়া লইয়া ভক্ষণ করিতেছেন। নিত্যানন্দ-প্রভাব-দর্শনে শচীর তাঁহাকে 'ঈশ্বর' জ্ঞান হইল। নিত্যানন্দ বাল্যভাবে শচীর চরণ স্পর্শ করিতে গেলে শচীদেবী পলায়ন করিলেন। নিত্যানন্দের এইরূপ অগাধ চরিত্র সুকৃতির অশেষ কল্যাণকর হইলেও দুষ্কৃতির সর্বনাশকারী। গঙ্গাদেবীও নিত্যানন্দনিন্দক পাপিষ্ঠের নিকট হইতে পলায়ন করেন। সেই নিত্যানন্দের শ্রীচরণই গ্রন্থকার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে ধারণ করিতে নিয়ত কামনা করেন। (গৌঃ ভাঃ)

রাগ—মল্লার

নিধি গৌরাঙ্গ কোথা হৈতে আইলা প্রেমসিন্ধু।
অনাথের নাথ প্রভু, পতিত-জনের বন্ধু।। ধ্রু।।

জয় জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজকুলসিংহ।
জয় হউ তোর যত চরণের ভৃঙ্গ।।১।।

জয় শ্রীপরমানন্দপুরীর জীবন।
জয় দামোদরস্বরূপের প্রাণধন।।২।।

জয় রূপসনাতনপ্রিয় মহাশয়।
জয় জগদীশ-গোপীনাথের হৃদয়।।৩।।

নবদ্বীপে সাধারণের দৃষ্টির অগোচরে মহাপ্রভুর বিবিধ-লীলা—

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে, নহে সর্বনয়ন-গোচর।।৪।।

শ্রীবাসের সৌভাগ্য ও নিষ্কপটে মহাপ্রভুর-সেবার ফল—

নবদ্বীপে মধ্যখণ্ডে কৌতুক অনন্ত।
ঘরে বসি' দেখয়ে শ্রীবাস ভাগ্যবন্ত।।৫।।

নিষ্কপটে প্রভুরে সেবিলা শ্রীনিবাস।
গোষ্ঠী-সঙ্গে দেখে প্রভুর মহা-পরকাশ।।৬।।

শ্রীবাস-ভবনে নিত্যানন্দের ব্রজবালকভাবে অবস্থান এবং শ্রীবাস ও তৎপত্নীকে পিতৃ-মাতৃ-জ্ঞানপূর্বক মালিনীর স্তন্যপান—

শ্রীবাসের ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
'বাপ' বলি' শ্রীবাসেরে করয়ে পীরিতি।।৭।।

অহর্নিশ বাল্য-ভাবে বাহ্য নাহি জানে।
নিরবধি মালিনীর করে স্তনপানে।।৮।।

নিত্যানন্দের অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে মালিনীর দুগ্ধহীনস্তনে দুগ্ধক্ষরণ, মালিনীর তাহাতে বিস্ময় এবং গৌরাদেশে তৎসঙ্গোপন—

কভু নাহি দুগ্ধ, পরশিলে মাত্র হয়।
এ সব অচিন্ত্য-শক্তি মালিনী দেখয়।।৯।।

চৈতন্যের নিবারণে কারে নাহি কহে।
নিরবধি বাল্যভাব মালিনী দেখয়ে।।১০।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

রত্নাকরে যত প্রকার রত্ন আছে, তন্মধ্যে নবনিধির শ্রেষ্ঠতা পরিগণিত হয়। প্রেমরত্নাকরস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দর কিরূপ আশ্চর্য প্রেমসাগরের অধিবাসী, গ্রন্থকার তাহা জানাইবার জন্য কৌতুহলমুখে অপূর্বতা জ্ঞাপন করিতেছেন। পরম দুর্লভ গৌরনিধি পতিতজনের উদ্ধারকারী বান্ধব এবং আশ্রয়বিহীন জনগণের একমাত্র পালক।।ধ্রু।।

নিত্যানন্দপ্রভু আপনাকে ব্রজবালক-জ্ঞানে শ্রীবাস ও মালিনীকে পিতা-মাতা-বুদ্ধিতে দর্শন করিতেন। মালিনীকে মাতৃস্থানীয়া পৌঢ়া গোপী-বিচারে এবং আপনাকে গোপশিশুজ্ঞানে নিত্যানন্দ মালিনীর স্তন্যপানের লীলাভিনয় করিতেন। মালিনীর স্তনে দুগ্ধ না থাকিলেও নিত্যানন্দের তাদৃশী লীলায় দুগ্ধ-সমাগম দেখিয়া মালিনী বিস্মিতা হইতেন।।৭-৯।।

নিত্যানন্দের অন্নবৃষ্টি ও দিগম্বরবেশে লম্ফ-প্রদানাদি-কার্য-প্রসঙ্গে গৌর-নিত্যানন্দের পরস্পর প্রণয়ালাপ—

প্রভু বিশ্বম্ভর বলে,—"শুন নিত্যানন্দ।
কাহারো সহিত পাছে কর তুমি দ্বন্দ্ব।।১১।।
চঞ্চলতা না করিবা শ্রীবাসের ঘরে।"
শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ 'শ্রীকৃষ্ণ' সঙরে।।১২।।
"আমার চাঞ্চল্য তুমি কভু না পাইবা।
আপনার মত তুমি কারে না বাসিবা।।"১৩।।
বিশ্বম্ভর বলে,—'আমি তোমা ভাল জানি।'
নিত্যানন্দ বলে,—'দোষ কহ দেখি শুনি'।।১৪।।
হাসি' বলে গৌরচন্দ্র—'কি দোষ তোমার?
সব ঘরে অন্নবৃষ্টি কর অবতার।।'১৫।।
নিত্যানন্দ বলে,—'ইহা পাগলে সে করে।
এ ছলায় ঘরে ভাত না দিবে আমারে? ১৬।।
আমারে না দিয়া ভাত সুখে তুমি খাও।
অপকীর্তি আর কেন বলিয়া বেড়াও?' ১৭।।
প্রভু বলে—'তোমার অপকীর্ত্যে লাজ পাই।
সেই সে কারণে আমি তোমারে শিখাই।।'১৮।।
হাসি' বলে নিত্যানন্দ,—"বড় ভাল ভাল।
চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইবা সর্বকাল।।১৯।।
নিশ্চয় বুঝিলা তুমি, আমি সে চঞ্চল।"
এত বলি প্রভু চাহি' হাসে খল খল।।২০।।

ব্রজলীলার উদ্দীপনে অলৌকিক-চেষ্টাযুক্ত নিত্যানন্দের দিগম্বর বেশ, মহাপ্রভু-কর্তৃক বস্ত্র-পরিধাপন এবং প্রভুবাক্যে নিত্যানন্দের চঞ্চলতা-পরিহার—

আনন্দে না জানে বাহ্য, কোন্ কর্ম করে।
দিগম্বর হই' বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে।।২১।।
জোরে জোরে লম্ফ দেই হাসিয়া হাসিয়া।
সকল অঙ্গনে বুলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া।।২২।।
গদাধর, শ্রীনিবাস আর হরিদাস।
শিক্ষার প্রসাদে সবে দেখে দিগ্‌বাস।।২৩।।
ডাকি' বলে বিশ্বম্ভর,—'এ কি কর কর্ম?
গৃহস্থের বাড়ীতে এমত নহে ধর্ম।।২৪।।
এখনি বলিলা তুমি—'আমি কি পাগল'?
এইক্ষণে নিজ বাক্য ঘুচিল সকল।।'২৫।।
যা'র বাহ্য নাহি, তা'র বচনে কি লাজ?
নিত্যানন্দ ভাসয়ে আনন্দ-সিন্ধু-মাঝ।।২৬।।
আপনে ধরিয়া প্রভু পরায় বসন।
এমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের কথন।।২৭।।
চৈতন্যের বচন-অঙ্কুশ মাত্র মানে।
নিত্যানন্দ মত্তসিংহ আর নাহি জানে।।২৮।।

শ্রীবাস-পত্নী মালিনীদেবী নিত্যানন্দ প্রভুকে চিরদিনই স্বীয় সন্তানের ন্যায় দৃষ্টি করিতেন। এই সকল লোকাতীত ব্যাপার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশক্রমে কাহারও নিকট প্রকাশিত হইত না।।১০।।

শ্রীমহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দের অলৌকিকী চেষ্টা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সেইরূপ চঞ্চলতা করিতে নিষেধ করায় নিত্যানন্দ তাহাতে আপত্তি করেন। আপত্তি শুনিয়া মহাপ্রভু হাস্যমুখে নিত্যানন্দের দোষগুলি বলিয়া দেন। দোষবর্ণনমুখে গৌরচন্দ্র বলিলেন,----তুমি সকল স্থানে অন্নবর্ষণ-লীলার অবতরণ করাও। 'ভোজ্য' বস্তুকে 'অন্ন' কহে। শিশুদিগের যেকালে চর্বণশক্তি থাকে না, সেইকালে তাহাদিগকে অন্য তরল পদার্থ দুগ্ধ প্রভৃতিই ভোজ্য বা পানীয়স্বরূপ হয়। তরল পদার্থের বর্ষণ বা প্রস্রবণকে ভোজ্যরূপে গ্রহণ করিলে শিশুর আহার্য দুগ্ধকেই লক্ষ্য করা হয়। যেকালে শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন আর মাতৃস্তনে দুগ্ধ থাকে না। কিন্তু নিত্যানন্দের অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে দুষ্প্রাপ্য স্থানেও দুগ্ধের অসম্ভাব ছিল না।।১১-১৫।।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু মহাপ্রভুর দোষ-প্রদর্শনের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,----উন্মত্ত জনগণই ঐরূপ আচরণ করে। সেইরূপ চাঞ্চল্য দূরীভূত করা সঙ্গত----এরূপ ছলনায় আমাকে ভোজ্যদ্রব্য হইতে বঞ্চিত করা তোমার কর্তব্য নহে।।১৬।।

ব্রজলীলার উদ্দীপনে শ্রীবলদেবের কানাইর প্রতি উক্তিমুখে নিত্যানন্দের শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি এইরূপ প্রণয়কলহ। তুমি (কৃষ্ণ) সর্বদাই নন্দ-গৃহে বাস করিয়া যশোদার নিকট হইতে ভোজ্য-সামগ্রী আদায় করিয়া সুখ লাভ কর, আর আমি তাদৃশ অন্ন গ্রহণ করিতে গেলেই আমার চাঞ্চল্যের কথা তুমি সকলকে বলিয়া দাও এবং আমার নিন্দা কর; ইহা তোমার স্বার্থপরতা মাত্র।

মালিনীর স্বহস্তে নিত্যানন্দের মুখে অন্নপ্রদান ও পুত্রজ্ঞানে নিত্যানন্দের বিবিধ সেবা—

আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্রপ্রায় করি' অন্ন মালিনী যোগায়।।২৯।।
নিত্যানন্দ-অনুভাব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ-সেবা করে যেন পুত্র মাতা।।৩০।।

কাক-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের সেবা-ভাজন অপহরণ ও শূন্যবদনে প্রত্যাবর্তন-দর্শনে শ্রীবাসের ভাবী ব্যবহার-ভয়ে মালিনীর দুঃখ—

একদিন পিতলের বাটী নিল কাকে।
উড়িয়া চলিল কাক যে বনেতে থাকে।।৩১।।
অদৃশ্য হইয়া কাক কোন্ রাজ্যে গেল।
মহাচিন্তা মালিনীর চিত্তেতে জন্মিল।।৩২।।
বাটী থুই' সেই কাক আইল আর বার।
মালিনী দেখয়ে শূন্য-বদন তাহার।।৩৩।।
মহাতীব্র ঠাকুর-পণ্ডিত-ব্যবহার।
শ্রীকৃষ্ণের ঘৃতপাত্র হইল অপহার।।৩৪।।
শুনিলে প্রমাদ হবে হেন মনে গণি'।
নাহিক উপায় কিছু, কান্দয়ে মালিনী।।৩৫।।

মালিনীর ক্রন্দন দর্শনে নিত্যানন্দের তৎকারণ জিজ্ঞাসা ও তদীয় দুঃখ-মোচনে আশ্বাস-প্রদান—

হেনকালে নিত্যানন্দ আইলা সেই স্থানে।
দেখয়ে মালিনী কান্দে অঝোর নয়নে।।৩৬।।
হাসি' বলে নিত্যানন্দ,—"কান্দ কি কারণ।
কোন্ দুঃখ বল?—সব করিব খণ্ডন।।"৩৭।।

নিত্যানন্দের নিকট মালিনীর কাক-বৃত্তান্ত-বর্ণন এবং সর্বান্তর্যামী নিত্যানন্দের কাক-কর্তৃক ঘৃতপাত্র-প্রত্যানয়ন—

মালিনী বলয়ে,—"শুন শ্রীপাদ গোসাঞি।
ঘৃতপাত্র কাকে লই' গেল কোন্ ঠাঞি।।"৩৮।।
নিত্যানন্দ বলে,—"মাতা, চিন্তা পরিহর।
আমি দিব বাটী, তুমি ক্রন্দন সম্বর।।"৩৯।।
কাক প্রতি হাসি' প্রভু বলয়ে বচন।
"কাক, তুমি বাটী ঝাট আনহ এখন।।"৪০।।

শচী-গৃহে ভগবানের ভোজনাদি হইত। নিত্যানন্দ সেখানে তাঁহার অংশ না পাইয়া ব্রজভাবে বিভাবিত হইয়া গৌরসুন্দরের সহিত পরস্পর কথোপকথনে এই শ্রেণীর উক্তিসমূহ করিয়াছিলেন।।১৭।।

ব্রজলীলার উদ্দীপনে নিত্যানন্দের অলৌকিকী চেষ্টায় আমরা তাঁহাকে নগ্ন-বস্ত্র হইয়া পরিধেয় বসন-দ্বারা শিরস্ত্রাণ করিতে দেখিতে পাই। এইগুলি তাঁহার আনন্দবিহ্বলিত অবস্থায় বহির্জগতের বিচার-রহিতহইয়া ব্রজলীলার অভিনয়মাত্র। বহির্জগতের বিচারে নিত্যানন্দপ্রভু সে সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক। কিন্তু স্বরূপ-বিচারে বাল্যলীলার অভিনয়কারী বলিয়া প্রত্যক্ষবাদী যেরূপ বিচার করেন, সেইরূপ বিচারবিমুখ। যুগ্মপদে লম্ফ প্রদান ও হাস্যমুখে উদ্দেশ্যহীন হইয়া ক্রীড়া-প্রদর্শন ইহ জগতের বিচারানুকূল নহে।।২১-২২।।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—ছদ্ম অবতারী। তিনি স্বীয় সম্ভোগপ্রধান কৃষ্ণলীলা প্রদর্শনে সর্বদাই অসম্মত। এজন্য উচ্চৈঃস্বরে নিত্যানন্দের তাদৃশ চাঞ্চল্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, গৃহস্থের ঘরে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের নগ্ন বস্ত্র হইয়া বালকের ন্যায় বিচরণ করা বিশেষ আপত্তিকর।।২৪।।

নিত্যানন্দ, তুমি এখনই আপনাকে 'পাগল নহ' বলিলে, আবার বসনত্যাগরূপ গর্হিত কার্য করিয়া তোমার সত্য-পালনে বিমুখ হইলে।।২৫।।

যিনি বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়াছেন, তাঁহার যথেচ্ছ বাক্যে আর লজ্জা কি? নিত্যানন্দপ্রভু আনন্দসিন্ধু-মধ্যে মজ্জমান হওয়ায় বহির্জগতের হিতাহিতের প্রতি দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন না।।২৬।।

বচনাঙ্কুশ,—বাক্যরূপ শাসনদণ্ড।।২৮।।

পতিব্রতা শ্রীবাস-পত্নী মালিনীদেবী নিত্যানন্দকে পুত্র-বাৎসল্যে দর্শন করেন। যেরূপ জননী স্বীয় পুত্রকে সেবা করেন, সেইরূপ মালিনীদেবী নিত্যানন্দকে পুত্রজ্ঞানে সেবা করিতেন।।৩০।।

সবার হৃদয়ে নিত্যানন্দের বসতি।
তার আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক কাহার শকতি? ৪১।।
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা কাক উড়ি' যায়।
শোকাকুলী মালিনী কাকের দিকে চায়।।৪২।।
ক্ষণেকে উড়িয়া কাক অদৃশ্য হইল।
বাটী মুখে করি' পুনঃ সেখানে আইল।।৪৩।।
আনিয়া থুইল বাটী মালিনীর স্থানে।
নিত্যানন্দ-প্রভাব মালিনী ভাল জানে।।৪৪।।

নিত্যানন্দ-প্রভাব-দর্শনে আনন্দাতিশয্যে মালিনীর মূর্চ্ছা এবং নিত্যানন্দ-স্তুতি—

আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা অপূর্ব দেখিয়া।
নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি করে দাণ্ডাইয়া।।৪৫।।
"যে জন আনিল মৃত গুরুর নন্দন।
যে জন পালন করে সকল ভুবন।।৪৬।।
যমের ঘর হইতে যে আনিতে পারে।
কাকস্থানে বাটী আনে,—কি মহত্ত্ব তারে? ৪৭।।
যাঁহার মস্তকোপরি অনন্ত ভুবন।
লীলায় না জানে ভর, করয়ে পালন।।৪৮।।
অনাদি অবিদ্যা-ধ্বংস হয় যাঁর নামে।
কি মহত্ত্ব তাঁর, বাটী আনে কাকস্থানে? ৪৯।।
যে তুমি লক্ষ্মণরূপে পূর্বে বনবাসে।
নিরন্তর রক্ষক আছিলা সীতাপাশে।।৫০।।
তথাপিহ মাত্র তুমি সীতার চরণ।
ইহা বই সীতা নাহি দেখিলে কেমন।।৫১।।
তোমার সে বাণে রাবণের বংশ-নাশ।
সে তুমি যে বাটী আন, কেমন প্রকাশ? ৫২।।
যাহার চরণে পূর্বে কালিন্দী আসিয়া।
স্তবন করিল মহা-প্রভাব জানিয়া।।৫৩।।
চতুর্দশ-ভুবন-পালন-শক্তি যাঁর।
কাকস্থানে বাটী আনে—কি মহত্ত্ব তাঁর? ৫৪।।
তথাপি তোমার কার্য অল্প নাহি হয়।
যেই কর, সেই সত্য, চারি বেদে কয়।।"৫৫।।

শ্রীবাস,----শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত; তাঁহার পত্নীর অমনোযোগিতা-বশতঃ ভগবানের সেবা-ভাজন কাকে লইয়া যাওয়ায় শ্রীবাস পণ্ডিতের অত্যন্ত ক্রোধোদয় হইবে, শ্রীবাস-পণ্ডিতের এইরূপ ভাবী ব্যবহার চিন্তা করিয়া মালিনীদেবী দুঃখভারাক্রান্তা হইয়াছিলেন।।৩৪-৩৫।।

"যে জন আনিল মৃত গুরুর নন্দন"----ভগবান্ বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ মথুরালীলাকালে ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক অবন্তীপুরবাসী সান্দীপনি মুনির নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ গমন করেন। তাঁহারা লোকশিক্ষার্থ বিবিধ প্রকারে গুরুসেবা করিয়া চতুঃষষ্টি দিবসে চতুঃষষ্টি-কলা-বিদ্যা শিক্ষা করিলেন। বিদ্যাসমাপ্তির পর গুরুকে দক্ষিণাপ্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সান্দীপনি তাঁহাদের অতিমানুষী চেষ্টা দর্শন করিয়া প্রভাসতীর্থে মহাসমুদ্রে মৃত নিজ তনয়কে প্রার্থনা করিলেন। রামকৃষ্ণ রথারোহণে প্রভাসতীর্থে গমন করিয়া সমুদ্রের নিকট গুরুপুত্রকে প্রার্থনা করিলে সমুদ্র পঞ্চজন অসুর-কর্তৃক গুরুপুত্রের বিনাশের কথা বিজ্ঞাপিত করিল। তাহা শুনিয়া তাঁহারা জলমধ্যে পঞ্চজন-পুরীতে গমনপূর্বক ঐ অসুরকে বিনাশ করিলেন। কিন্তু তদুদর-মধ্যে গুরুপুত্রকে প্রাপ্ত না হওয়ায় যমলোকে গমন করিলেন। যমরাজ শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের পূজা করিয়া তাঁহাদের আদেশ-মত মৃত গুরু পুত্রকে সজীব করিয়া প্রত্যর্পণ করিলেন। (----ভাঃ ১০।৪৫ অঃ) ।।৪৬-৪৭।।

ভাঃ ৫।১৭।২১, ৫।২৫।২, ১২; ৬।১৬।৪৮। এবং আদি ১।১৩ গৌড়ীয় ভাষ্য দ্রষ্টব্য।।৪৮।।

ভাঃ ৩।৯।১৫, ৬।২।৭, ৬।২।১১, ১২, ৬।১।১৫, ৬।৩।২৪, ৩১, ৬।১৬।৪৪; শিক্ষাষ্টক ১ম শ্লোক; ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১।৫১। শ্লোক প্রভৃতি আলোচ্য।।৪৯।।

রামায়ণ অরণ্যকাণ্ড ২৪শ ও ৪৩শ অঃ দ্রষ্টব্য।।৫০।।

"ধ্যাত্বা মুহূর্তং তানাহ কিং মাং বক্ষ্যসি শোভনে। দৃষ্টপূর্বং ন তে রূপং পাদৌ দৃষ্টে তবানঘে।।" (----রামায়ণ উঃ কাণ্ড ৫৮।২১) অর্থাৎ লক্ষ্মণ (সীতাদেবীকে) বলিলেন,---- "শোভনে! আপনি কি বলিতেছেন? পুণ্যশীলে! আমি আপনার রূপ পূর্বে কখনও দেখি নাই, কেবল পদ-যুগল দেখিয়াছি মাত্র।।"৫১।।

মালিনীর স্তবে নিত্যানন্দের হাস্য ও মালিনীর তৎকালীন ভাবাপনোদনাকাঙ্ক্ষায় বাল্যভাবে মালিনীর নিকট ভোজনেচ্ছা প্রকাশ—

হাসে নিত্যানন্দ তান শুনিয়া স্তবন।
বাল্যভাবে বলে,—"মুঞি করিব ভোজন।।"৫৬।।

নিত্যানন্দ-দর্শনে মালিনীর স্তন্য-ক্ষরণ ও নিত্যানন্দের স্তন্য-পান—

নিত্যানন্দ দেখিলে তাহার স্তন ঝরে।
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ স্তন পান করে।।৫৭।।

নিত্যানন্দের অচিন্ত্য চরিত্র—

এই মত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের চরিত।
আমি কি বলিব, সব জগতে বিদিত।।৫৮।।

নিত্যানন্দ-তত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তির তদীয় অলৌকিকী লীলার সত্যতা-উপলব্ধি—

করয়ে দুর্জ্ঞেয় কর্ম, অলৌকিক যেন।
যে জানয়ে তত্ত্ব, সে মানয়ে সত্য হেন।।৫৯।।

ভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দের নদীয়ার সর্বত্র ভ্রমণ—

অহর্নিশ ভাবাবেশে পরম উদ্দাম।
সর্ব-নদীয়ায় বুলে জ্যোতির্ময়-ধাম।।৬০।।

তত্ত্বানভিজ্ঞ অভক্ত জনগণের নিত্যানন্দের পাদপদ্ম-স্বরূপ-বিচারে ভ্রান্তি ও গ্রন্থকারের আদর্শ ইষ্টনিষ্ঠা-প্রদর্শন—

কিবা যোগী নিত্যানন্দ, কিবা তত্ত্বজ্ঞানী।
যাহার যেমত ইচ্ছা, না বলয়ে কেনি।।৬১।।

যে সে কেনে নিত্যানন্দ-চৈতন্যের নহে।
তবু সে চরণ মোর রহুক হৃদয়ে।।৬২।।

গ্রন্থকারের গুরু-নিত্যানন্দ-বিদ্বেষীর মস্তকে পাদস্পর্শ দ্বারা চৈতন্যোন্মুখীকরণরূপ অহৈতুকী কৃপা-প্রদর্শন—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে।।৬৩।।

মহাপ্রভুর তত্ত্বাবধানে নিত্যানন্দের শ্রীবাস-গৃহে অবস্থিতি—

এইমত আছে প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
নিরবধি আপনে গৌরাঙ্গ রক্ষা করে।।৬৪।।

জননীর প্রীতি-হেতু মহাপ্রভুর বিষ্ণুপ্রিয়া-সমীপে অবস্থান ও তদীয় সেবাগ্রহণ—

একদিন নিজগৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বসি' আছে লক্ষ্মীসঙ্গে পরম সুন্দর।।৬৫।।
যোগায় তাম্বূল লক্ষ্মী পরম হরিষে।
প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রাত্রিদিশে।।৬৬।।
যখন থাকয়ে লক্ষ্মীসঙ্গে বিশ্বম্ভর।
শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর।।৬৭।।
মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া।।৬৮।।

প্রভু-গৃহে নিত্যানন্দের আগমন ও বাল্যভাবে দিগম্বরবেশে দণ্ডায়মান—

হেনকালে নিত্যানন্দ আনন্দ-বিহ্বল।
আইলা প্রভুর বাড়ী পরম চঞ্চল।।৬৯।।

ভাঃ ৯।১০ অধ্যায় এবং রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড দ্রষ্টব্য।।৫২।।

যদুকুলে অবস্থানকালে এক সময়ে ভগবান্ বলদেব সুহৃদ্গণের দর্শনার্থ ব্রজে গমন করেন। তিনি তথায় চৈত্র ও বৈশাখ দুইমাস কাল অবস্থান করেন। শ্রীবলদেব তৎকালে বরুণ-প্রেরিত বারুণী পানপূর্বক গোপীগণের সহিত বিহার করিয়া যমুনায় জলকেলি করিবার বাসনায় যমুনাকে আহ্বান করিলে যমুনা বলদেবকে 'মত্ত' জ্ঞান করিয়া তদাদেশ উপেক্ষা করিয়াছিল। তখন ভগবান্ রোহিণীনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া যমুনাকে হলাগ্রভাগ-দ্বারা আকর্ষণ করিতে থাকিলে ভীতা যমুনা বলদেবের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বিবিধ স্তুতি-দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল। (----ভাঃ ১০।৬৫ অঃ) ।।৫৩।।

স এবেদং জগদ্ধর্তা ভগবান্ ধর্মরূপধৃক্। পুষ্ণাতি স্থাপয়ন্ বিশ্বং তির্যঙ্নরসুরাত্মভিঃ।। (----ভাঃ ২।১০।৪২)।।৫৪।।

লক্ষ্মীসঙ্গে----বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত।।৬৫।।

দিশে,----(দিশা শব্দ)---- [দিশ্ +অ (স্----ভাবে) আপ্ স্ত্রী] উত্তর-পূর্বাদি-দিক, সন্ধান। রাত্রিদিশে----রাত্রির সন্ধান।।৬৬।।

বাল্যভাবে দিগম্বর রহিলা দাণ্ডাইয়া।
কাহারে না করে লাজ পরানন্দ পাইয়া।।৭০।।

মহাপ্রভু নিত্যানন্দের দিগম্বর বেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বাহ্যজ্ঞানশূন্য নিত্যানন্দের ভাবাবেশে অন্য প্রকার উত্তর-প্রদান ও হাস্য—

প্রভু বলে,–"নিত্যানন্দ, কেনে দিগম্বর?"
নিত্যানন্দ 'হয় হয়' করয়ে উত্তর।।৭১।।
প্রভু বলে,—"নিত্যানন্দ, পরহ' বসন।"
নিত্যানন্দ বলে,—"আজি আমার গমন।।"৭২।।
প্রভু বলে,—"নিত্যানন্দ, ইহা কেনে করি?"
নিতাই বলেন,—"আর খাইতে না পারি।।"৭৩।।
প্রভু বলে,—"এক কহি, কহ কেনে আর?"
নিতাই বলেন,—"আমি গেনু দশবার।।"৭৪।।
ক্রুদ্ধ হঞা বলে প্রভু,—"মোর দোষ নাঞি।।"
নিত্যানন্দ বলে,—"প্রভু, এথা নাহি আই।।"৭৫।।
প্রভু কহে,—"কৃপা করি' পরহ' বসন।"
নিত্যানন্দ বলে,—"আমি করিব ভোজন।।"৭৬।।
চৈতন্য-আবেশে মত্ত নিত্যানন্দরায়।
এক শুনে, আর বলে, হাসিয়া বেড়ায়।।৭৭।।

মহাপ্রভুর স্বহস্তে নিত্যানন্দের বস্ত্র-পরিধাপন—

আপনে উঠিয়া প্রভু পরায় বসন।
বাহ্য নাহি–হাসে পদ্মাবতীর নন্দন।।৭৮।।

নিত্যানন্দের চরিত্র-দর্শনে শচীর আনন্দ এবং বাক্য-শ্রবণে স্বীয় পুত্র-জ্ঞানে গৌর-নিতাইর প্রতি সমস্নেহ প্রকাশ—

নিত্যানন্দচরিত্র দেখিয়া আই হাসে।
বিশ্বরূপ-পুত্র-হেন মনে মনে বাসে।।৭৯।।
সেইমত বচন শুনয়ে সব মুখে।
মাঝে মাঝে সেইরূপ আই মাত্র দেখে।।৮০।।
কাহারে না কহে আই, পুত্র-স্নেহ করে।
সম-স্নেহ করে নিত্যানন্দ-বিশ্বম্ভরে।।৮১।।

বাহ্যপ্রাপ্ত নিত্যানন্দের বসন-পরিধান এবং শচী-প্রদত্ত সন্দেশ-ভোজনমুখে শচীর সহিত বিবিধ কৌতুক—

বাহ্য পাই' নিত্যানন্দ পরিলা বসন।
সন্দেশ দিলেন আই করিতে ভোজন।।৮২।।
আই-স্থানে পঞ্চ ক্ষীর-সন্দেশ পাইয়া।
এক খায়, আর চারি ফেলে ছড়াইয়া।।৮৩।।
'হায় হায়'—বলে আই—'কেনে ফেলাইলা?'
নিত্যানন্দ বলে,—"কেনে এক ঠাঞি দিলা?"৮৪।।
আই বলে,—"আর নাহি, তবে কি খাইবা?"
নিত্যানন্দ বলে,—"চাহ, অবশ্য পাইবা।।"৮৫।।
ঘরের ভিতরে আই অপরূপ দেখে।
সেই চারি সন্দেশ দেখয়ে পরতেকে।।৮৬।।
আই বলে,—"সন্দেশ কোথায় পড়িল?
ঘরের ভিতরে কোন্ প্রকারে আইল?"৮৭।।
ধূলা ঘুচাইয়া সেই সন্দেশ লইয়া।
হরিষে আইলা আই অপূর্ব দেখিয়া।।৮৮।।
আসি' দেখে নিত্যানন্দ সেই লাড়ু খায়।
আই বলে,—"বাপ, ইহা পাইলা কোথায়? ৮৯।।
নিত্যানন্দ বলে,—"যাহা ছড়াঞা ফেলিলুঁ।
তোর দুঃখ দেখি' তাই চাহিয়া আনিলুঁ।।"৯০।।

নিত্যানন্দের চরিত্র-দর্শনে শচীমাতার বিস্ময় ও তাঁহাকে 'ঈশ্বর'-জ্ঞান—

অদ্ভুত দেখিয়া আই মনে মনে গণে।
নিত্যানন্দমহিমা না জানে কোন্ জনে? ৯১।।
আই বলে,–"নিত্যানন্দ, কেনে মোরে ভাঁড়'?
জানিল ঈশ্বর তুমি, মোরে মায়া ছাড়।।"৯২।।

সন্দেশ——ক্ষীরের পেটকা।।৮২।।

পরতেকে——প্রত্যক্ষে, সাক্ষাতে।।৮৬।।

জীব-প্রতারণাকল্পে ভগবান্ জীবের বিচারে নানা প্রকার ভ্রান্তি আনাইয়া দেন। বদ্ধজীব তখন অসত্য বস্তুকে 'সত্য' বলিয়া দর্শন করে, ইহাই ঈশ্বরের প্রভাব।।৯২।।

বাল্যভাবাপন্ন নিত্যানন্দের শচীর চরণ-স্পর্শাভিলাষ ও শচীমাতার পলায়ন—

বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।
ধরিবারে যায়,—আই করে পলায়ন।।৯৩।।

নিত্যানন্দের চরিত্রে সুকৃতিবান্ জীবের সুফল-লাভ এবং মন্দভাগ্যের কার্য-বাধ—

এইমত নিত্যানন্দ-চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল, দুষ্কৃতির কার্যবাধ।।৯৪।।

নিত্যানন্দ-নিন্দকের দর্শনে গঙ্গারও পলায়ন—

নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন।
গঙ্গাও তাহারে দেখি' করে পলায়ন।।৯৫।।

নিত্যানন্দই—বৈষ্ণবাধিরাজ 'অনন্ত' ও পৃথ্বীধারী 'শেষ'রূপে প্রকাশিত—

বৈষ্ণবের অধিরাজ অনন্ত ঈশ্বর।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু শেষ মহীধর।।৯৬।।

গ্রন্থকারের নিত্যানন্দ-চরণপ্রাপ্তির পুনঃ প্রার্থনা—

যে তে কেনে নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে।
তবু সে চরণ-ধন রহুক হৃদয়ে।।৯৭।।

গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি-জ্ঞাপনমুখে বৈষ্ণব-বন্দনা ও বলরাম-নিত্যানন্দের দাসত্ব প্রার্থনা—

বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম।
মোর প্রভু নিত্যানন্দ হউ বলরাম।।৯৮।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।৯৯।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দচরিত-বর্ণনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।।

ভগবান্ জীব নিত্যানন্দের চরিত্রে সুফল লাভ করেন। হতভাগ্য জীব তাহার মন্দধারণানুসারে নিজকার্যে বাধা প্রাপ্ত হয়।।৯৪।।

অনাদি-কর্মবন্ধনে আবদ্ধ জীব নিত্যসত্য ভগবদ্বস্তু নিত্যানন্দের স্বরূপ-বোধে অসমর্থ হইয়া নিন্দা করিয়া বসে। কিন্তু তাহাতে নিন্দকের যে অপরাধ হয়, তাদৃশ অপরাধীকে দেখিয়া পাপহারিণী গঙ্গা তাহার পাপ হরণ করা দূরে থাকুক, স্বয়ং পলায়ন করেন। ভগবান্ রুষ্ট হইলে শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুদেব ভগবানের ক্রোধ অপনোদন করিতে পারেন; কিন্তু শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের চরণে অপরাধ করিলে তাহার উপশম হওয়া পরম দুর্ঘট।।৯৫।।

অনন্ত—"যস্মাদ্ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনয়শ্চোগ্রতেজসঃ। নতেঽন্তমধিগচ্ছন্তি তেনামন্তস্ত্বমুচ্যসে।।" (—মাৎস্যে ২৪৮।৩৭); "যোঽনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো মহদ্গুণত্বাদ্যমনন্তমাহুঃ" (—ভাঃ ১।১৮।১৯); "ন হ্যন্তো যদ্বিভূতীনাং সোঽনন্ত ইতি গীয়সে" (—ভাঃ ৪।৩০।৩১); "অনন্তশক্তিঃ পরমো অনন্তবীর্যঃ সোঽনন্তঃ" (—ঋগ্বেদ)।।৯৬।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।